উশর একটি ফরয ইবাদত

ইসলামী সমাজে উশরের গুরুত্ব

মাওলানা মোফাজ্জল হক

ইসলামী জ্ঞান গবেষণা সিরিজ-৮

উশর একটি ফরজ ইবাদত

ইসলামী সমাজে উশরের গুরুত্ব

মাওলানা মোফাজ্জল হক

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজে উশরের গুরুত্ব

মাওলানা মোফাজ্জল হক
নসরতপুর, বগুড়া।
মোবাঃ ০১৭১৬-৫০৬৬৩৮

প্রকাশনায়
ইসলামী জ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
শাহ ওয়ালিউল্লাহ কমপ্লেক্স
চক ফরিদ, বগুড়া।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯১ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ এপ্রিল, ২০০৯ইং

বর্ণ বিন্যাস ও মুদ্রণে ঃ
মোঃ আবু জাফর
মিম কমপিউটারস্
শাপলা সুপার মার্কেট, বগুড়া।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৪৬৮৫৮৫, ০১১৯৯-৩৭৪৫৫৮

বিনিময় ঃ
১৫/- পনর টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ
- **আল-হামরা লাইব্রেরী,** বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।
- **প্রফেসর বুক কর্ণার,** বড় মগবাজার, ঢাকা।
- **ইকফা অফিস,** নসরতপুর, বগুড়া।
- **আল হাফিজ আতর হাউজ,** আল-আমিন মার্কেট, সান্তাহার।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। কোরআনের আলোকে উশর..... ০৪
২। উশর সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস..... ০৫
৩। উশর শব্দের অর্থ..... ০৬
৪। উশর সম্পর্কে ইমামদের মতামত..... ০৬
৫। উশরী জমি ও খারাজী জমি..... ০৮
৬। বাংলাদেশের জমির অবস্থা ০৯
৭। খাজনা দিলেও উশর দিতে হবে ১০
৮। বর্গা ও পত্তনী জমির উশর..... ১২
৯। উশর থেকে উৎপাদনী খরচ বাদ হবে না ১৩
১০। উশর এক ফসলে একবার দিতে হয় ১৪
১১। উশর আদায়ের যৌক্তিকতা..... ১৫
১২। উশরের নেছাব..... ১৮
১৩। ওসাক কি?..... ১৯
১৪। ছা'র পরিমাণ..... ১৯
১৫। ইরাকীদের দলিল..... ১৯
১৬। হেজাজীদের দলিল ২০
১৭। দ্বিমত সম্পর্কে অভিমত ২০
১৮। কিলোগ্রামের বর্তমান হিসাব..... ২১
১৯। উশর যাকাতের ব্যয় খাত..... ২২
২০। উশরের কয়েকটি মাসয়ালা ২৬
২১। উশর সম্পর্কে ফতোয়ায়ে আলমগীরীর মাসয়ালা ২৮

গ্রন্থপুঞ্জি

১। তাফসীরে ইবনে কাছির, ২। তাফহীমুল কোরআন, ৩। মায়ারেফুল কোরআন, ৪। তাফসীরে তাবারী, ৫। আনোয়ারুত তানজিল, ৬। হেদায়া, ৭। কুদুরী, ৮। আসান ফেকাহ, ৯। বেহেস্তি জেওর, ১০। ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ১১। ফিকহুয যাকাত, ১২। বোখারী শরীফ, ১৩। মুয়াত্তা, ১৪। উশরের শরিয়তী বিধান, ১৫। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, ১৬। রাসায়েল ও মাসায়েল, ১৭। যাকাতের ব্যবহারিক বিধান, ১৮। ইসলামী রাষ্ট্রে ভূমি ব্যবস্থা, ১৯। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ২০। আকাঈদ ও ফিক্‌হ।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোরআনের আলোকে উশর

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ○ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ○

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ব্যয় কর তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং জমি থেকে যা উৎপাদন করে দিয়েছি তা থেকে। আর ব্যয় করতে গিয়ে তোমরা খারাপ জিনিস দেবার ইচ্ছা করনা কেননা তোমরা তা নিজেরাও নিতে চাওনা। (বাকারা ২৬৭)

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ○ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

তিনি আল্লাহ! যিনি নানা প্রকার লতা পাতা ও গাছ গাছালি সমন্বিত খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন, ক্ষেত, খামার বানিয়েছেন যা থেকে নানা প্রকার খাদ্য উৎপন্ন হয়। জয়তুন ও আনারের গাছ তৈরি করেছেন যার ফল দেখতে একই রকম অথচ স্বাদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয় এবং আল্লাহর হক আদায় কর যখন ফসল কেটে ঘরে তুলবে। এবং সীমা লংঘন করনা। আল্লাহ সীমা লংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না। (আনআম-১৪১)

আয়াত দুটির অর্থে তাফসীরকারকগণ বলেছেন ব্যয় কর অর্থ যাকাত দাও। আর হক আদায় কর এ আয়াতের হক অর্থ যাকাত। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বহুসুত্রে বর্ণিত হয়েছে ফল ও ফসলের যে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা উশর বা অর্ধউশর। আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে আল্লাহর হক অর্থ ফরজ যাকাত। যেদিন তা মাপা হবে এবং কতটা পাওয়া গেল জানা যাবে সেদিনই তা আদায় করে দিতে হবে।

আবু জাফর, তাবারী, জাবির ইবনে যায়াদ, হাসান, সাইদ ইবনে মুসায়েব, তায়ুস, মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়া, কাতাদাহ ও দাহহাক প্রমুখ হক এর অর্থ যাকাত

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন। আর ফসলের যাকাত উশর বা অর্ধ উশর। কথা বিভিন্ন হলেও মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

ইমাম কুরতুবী বলেন, ইবনে ওহাব, ইবনে কাশিম ও মালিক থেকে এ তাফসির -ই- বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও তার সাথীরা এ কথাই বলেন। ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের কথা ও তাই। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ফসলের যাকাত উশর এবং তা আদায় করা ফরজ।

উশর সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًا اَلْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে সব জমি বৃষ্টির পানি বা নদীর পানিতে ভিজা থাকে অথবা স্বাভাবিক ভাবে ভিজা থাকে তাতে উশর দিতে হবে। আর যে সব জমি সেচের মাধ্যমে ভিজানো হয় তাতে অর্ধ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) দিতে হবে। (বুখারী)

اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فِى الْحَنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ-

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত রাসলুল্লাহ (সাঃ) ভুট্টা বা ময়দা, গম, খেজুর ও কিসমিস, মনাক্কার উপর যাকাত ধার্য করেছেন। ইবনে মাজা "যাররাতুন"শব্দটি বেশী বর্ণনা করেছেন। (ইবনে মাজা ও দারে কুতনী)

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে জমি নদী ঝর্ণা বা মেঘের পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর ধার্য হবে। আর যে জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ দেওয়া হয় তাতে অর্ধ উশর দিতে হবে। (মুসলিম)

হযরত মুয়াজ (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামেনে পাঠিয়ে ছিলেন, আমাকে মেঘের পানিতে যে জমি সিক্ত হয় তা থেকে উশর আর যে জমি কৃত্রিম উপায়ে সেচা হয় তা থেকে অর্ধ উশর নিতে বলেছেন। (ইবনে মাজা)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে কোন ফসলের ও খেজুরের পরিমাণ পাঁচ ওসক পরিমাণ না হলে যাকাত নেই।

(নাসায়ী)

www.pathagar.com

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে (যাকাতের) খেজুর সমূহ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট আনা হত। কোন এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসল। আবার আরেকজন তার খেজুর নিয়ে আসলো। এভাবে খেজুরের স্তুপ হয়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রতি লক্ষ করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন, তুমি কি জাননা যে, মুহাম্মদের বংশ ধরেরা সদকার জিনিস খায়না। (বুখারী)

উশর শব্দের অর্থ

উশর শব্দ আশারা থেকে এসেছে। আশারা অর্থ দশ। আর উশর অর্থ এক দশমাংশ। শরিয়াতের পরিভাষায় ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে প্রদান করাকে উশর বলে। অর্থাৎ যে জমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয় অথবা আপনা আপনী শস্য জন্মে সে জমি থেকে এক দশমাংশ আর যে জমিতে মেশিন অথবা কুয়ার পানি দ্বারা আবাদ করা হয় তার এক বিশাংশ যাকাত দানকে উশর বলে।

উশর সম্পর্কে ইমামদের মতামত

জমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের যাকাত কুরআন, হাদিস ও ইজমা কিয়াস দ্বারা ফরজ প্রমাণিত। এখন ইমামগণের মতামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো-

ইমাম আবু হানিফার মত

আল্লাহর জমিন থেকে যা উৎপাদন করা হবে তা কম হোক বেশি হোক তার উপর উশর ধার্য হবে। তবে যা উৎপাদন করা হয়না এমনি এমনি জমিতে জন্মে ঘাস, বাঁশ, বেত ইত্যাদি তা বাদ যাবে। যদি তা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় তা হলে উশর ধার্য্য হবে।

তার মতে উৎপাদন খাদ্য শস্য হতে হবে এমন শর্ত নেই। পরিমাণ যোগ্য, শুকিয়ে রাখা , সঞ্চয় করে রাখা এগুলি কোন শর্তই নেই। তিনি সব ধরনের ফলের উশর দিতে হবে বলে মত ব্যক্ত করেণ। তা শুকিয়ে রাখা হোক বা না হোক। সর্ব প্রকার শ্বাক সব্জির উপর যাকাত দিতে হবে। আখ, জাফরান, তুলা, উলশীর চারা, যা দিয়ে কাপড় তৈরি হয় বা এই রূপ জিনিসের উপর উশর ধার্য হবে। যদিও তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ ও পরিমাণ করা হয়না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মত

খাদ্য হিসাবে বা ব্যবহার করা যায়, শুকানো যায়, জমা করে রাখা যায় তবে শস্য দানা বা ফসল যা-ই হোক তার উপর যাকাত ধার্য হবে। যেমন ভুট্টা,গম,

www.pathagar.com

চাল, ডাল, অনুরূপ জিনিস। ইমাম মালেক জয়তুনে যাকাত দিতে হবে বলে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন জয়তুনে যাকাত নেই।

আখরোট, বাদাম, পেস্তা, ডালিম, আপেল, কুল প্রভৃতি ফলের উপর যাকাত ফরজ নয় বলে মত ব্যক্ত করেন।

ইমাম আহমদের মত

ইমাম আহমদের কয়েকটি মতের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত আল মুগনী কেতাবে উল্লেখ রয়েছে। যে সব জিনিস মাপা যায়, সংরক্ষণ করা যায়, শুকিয়ে রাখা যায়, এমন গুন সম্পন্ন জিনিসের যাকাত দিতে হবে। সব দানা ও ফল জাতীয় জিনিস এর মধ্যে গণ্য। তা খাদ্য হতে পারে যেমন গম, ভুট্টা, খোসাহীন যব, ধান, চাউল, বজড়া ইত্যাদি। অথবা দানা জাতীয় যেমন কালাই, মশুর, সীম বীজ, ধনিয়া, জিরা, বুট প্রভৃতি মশলা জাতীয় বীজ ও নানা প্রকার দানার উপর যাকাত ফরজ হবে।

অন্যান্য জমহুরদের মতামত

'আল আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে মালিকী মাজহাবের ফকীহ ইবনুল আরাবী ইমাম আবু হানিফার মতকেই সমর্থন দিয়েছেন। তিরমিজির ব্যাখ্যায় লিখেছেন দলিলের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী এবং মিসকিনদের কল্যাণে অধিক কার্যকর হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মত। আর নিয়ামতের শোকর আদায় অধিক সম্ভব এ মত অনুযায়ী কাজ করলে। কোরআনের আয়াত ও হাদীস থেকেও তাই অধিক প্রমাণিত।

খারশী উল্লেখ করেন যে মাত্র বিশ প্রকার ফলের উপর যাকাত ফরজ। তা হচ্ছে মটর কালাই, সীম ও বরবটী, ছোট সীম, পেয়াজ, রসুন, লুপিন, মটর ডাল, গম, যব, সল্‌ত (গমের মত এক প্রকার শষ্য) আলাস(এক ধরনের ভুট্টা সানা বাসীদের খাদ্য) চাউল বিন্দু দানা, জোয়ার, কিসমিস, এবং জয়তুন, সরিসা, ধনিয়া, সোয়াবীন বীজও খেজুর প্রভৃতি।

অতএব আঞ্জির বাঁশ বেত ফল মুলি-তরকারী হলুদ, পানির উপর ভাসমান তরকারী গোল মরিজ ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে না।

আতা খুরাসানী থেকে বর্ণিত শাক সবজি আখরোট ও সর্বপ্রকার ফলের উপর উশর ধার্য হবে। তার কোন অংশ বিক্রয় করা হলেও তার মুল্য বাবদ একশত দেরহাম বা তদুর্ধ হয়ে গেলে তাতে যাকাত দিতে হবে। শা'বী থেকেও তাই বর্ণিত।

মায়মুন ইবনে মাহরান জুহুরী ও আওযায়ী এমত পোষণ করেছেন বলে আবু ওবায়েদ উল্লেখ করেছেন। তবে জুহুরী মনে করেন এই যাকাত নগদ সম্পদ স্বর্ণ

www.pathagar.com

রৌপের যাকাতের মত হবে। মায়মুন বলেছেন এসব যখন বিক্রি করা হবে যদি তার মূল্য দু'শ দেরহাম পর্যন্ত পৌছায় তা হলে পাঁচ দেরহাম যাকাত দিতে হবে।

দাউদ জাহেরী ও তার সাথীরা ইমাম আবু হানিফার মতের উপর জোর দিয়ে বলেছেন জমি যা উৎপাদন করবে তাতেই যাকাত ফরজ হবে। এ থেকে কোন কিছু বাদ দিতে তারা চাননা। নখয়ী ও এতে একমত। মুজাহিদ, হাম্মাদ ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ইবনে আবু সালমান এমতই পোষণ করতেন।

উশরী জমি ও খারাজী জমি

ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দুই রকম। এক উশরী, দুই খারাজী। হানাফী মতে জমি খারাজী হলে খারাজ ফরজ আর উশরী হলে উশর দেওয়া ফরজ।

উশরী জমির বিবরণঃ

১। জমির মালিক ইসলাম কবুল করার পর সে যদি জমির মালিক থেকে যায় সে জমি উশরী হবে।

২। কোন মুসলমান যদি কোন জমি সর্ব প্রথম আবাদযোগ্য করে তোলে সে জমি উশরী হবে।

৩। মুসলমানগণ কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর অধিকৃত জমি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলে সে জমি উশরী হবে।

৪। উত্তরাধীকারী সুত্রে কোন মুসলমান যদি জমির মালিক হয় অথবা কোন মুসলমান কিংবা অমুসলমানদের নিকট থেকে জমি কিনে নেয়।

৫। রাষ্ট্র সরকার চাষাবাদের জন্য যদি কোন নাগরিককে জমি দান করে তা উশরী বলে গণ্য হবে।

খারাজী জমির বিবরণঃ

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগ দখলকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে। এই সমস্ত খারাজী জমি থেকে আর উশর আদায় করা হবেনা।

খারাজী জমির বিবরণঃ

১। মুসলমানেরা কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর যেখানকার জমাজমি অমুসলিমদের মালিকানায় রেখে দিলে সে জমি খারাজী হবে।

২। কোন অমুসলিম দেশের নাগরিকেরা যদি বিনাযুদ্ধে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধির মাধ্যমে চাষাবাদ করে তাহলে সে জমি খারাজী বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

৩। কোন অমুসলিম মুসলমানের নিকট থেকে জমি খরিদ করলে উক্ত জমি খারাজী হবে।

৪। কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে নিজ মালিকানা জমি আবাদ করলে সে জমি খারাজী হবে।

৫। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক যে জমিগুলো খারাজ যোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে।

মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী 'ইসলামী ভূমি ব্যবস্থা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন চার প্রকার জমির মালিক সরকার (১) যা আদিকাল হতে বসতহীন বা মালিকানাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। (২) যা অনাবাদ এবং লোকের কোন কাজে ব্যবহার হয় না। সরকার এর মালিক তবে সরকার কাউকে আবাদ করার আদেশ দিলে সে তার মালিক হবে। (৩) যার মালিক মৃত্যুবরণ করেছে আর তার কোন বৈধ উত্তরাধীকারী নেই। (৪) প্রাকৃতিক খাল, বিল, নদী পাহাড় ও জঙ্গল ইত্যাদি।

খারাজী জমির উপর ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক কর আরোপ করা জরুরী শর্ত।

বাংলাদেশে জমির অবস্থা

এদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জমি উশরী বলে ওলামাদের অভিমত, হানাফী ও আহলে হাদিস সহ সকল মাজহাবের আলেমগণের ফতোয়া অনুসারে উপমহাদেশের মুসলমানদের মালিকানাধীন জমিতে উশর আদায় যোগ্য। কোন মুসলমানের জমি শরিয়ত অনুযায়ী খারাজী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উশরী বলে গণ্য হবে এবং উশর তার উপর ফরজ হবে।

মাওলানা সাইয়েদ মুহম্মদ আলী তাঁর উশর গ্রন্থে লিখেন সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর অধীন দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের আমলে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী এদেশ আক্রমন করে প্রায় বিনাযুদ্ধে দখল করেন। অতঃপর মুসলিম শাসকেরা অভিযান চালিয়ে গৌড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। তারপর এদেশের বহু অধিবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। তখন থেকে আজ প্রায় আটশত বছরের মধ্যে এদেশে বহু বিপ্লব ও পরিবর্তন, উত্থান ও পতন ঘটেছে। এ দীর্ঘ সময়ে এ দেশের জমি সম্পর্কে সেই সময়কার সঠিক অবস্থা এবং খুঁটিনাটি বিষয় অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। কোন বিশেষ জমি এবং তার অবস্থা মালিকদের পুর্ণ তথ্য জানার পরই সে জমি খারাজী কিনা তা ঠিক করা যেতে পারে। নতুবা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে মুসলমানদের কোন জমিকে খারাজী বলা যায়না। তিনি বলেন, খারাজী বলে

www.pathagar.com

সঠিকভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জমি উশরী বলে পরিগণিত থাকবে এবং উশর ও দিতে হবে।

দেওবন্দের প্রধান মুফতী মাওলানা আযিযুর রহমান সাহেবের দু'টি ফতোয়া উল্লেখযোগ্য- (১) ভারতের যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে তা উশর যোগ্য। কেননা মুসলিম ভূ-সম্পত্তিতে উশরই মূলকথা। কোন সন্দেহ দেখা দিলেও উশর দেওয়া নিরাপদ।

(২) ভারতের সকল জমিতে একই বিধি প্রযোজ্য নয়। তবে যে জমি মুসলমানদের মালিকানায় তাতে উশর দিতে হবে।

মাওলানা মওদুদী তার 'রাসায়েল ও মাসায়েল' গ্রন্থে এ ব্যাপারে লিখেন পাকিস্তান হওয়ার পর যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানা ভূক্ত হয়েছে আমার মতে তাতে উশরের অপরিহার্যতা আগের চেয়েও বেশী কেননা কোন অঞ্চলে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার মুসলিম মালিকানাভুক্ত জমিতে উশর অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যায়।

মুফতী শফি বলেন, পাকিস্তান সরকার অমুসলমানদের পরিত্যাক্ত যে সব জমি মুসলিম মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছে সেগুলো উশর যোগ্য। পুর্বে এসব জমি যে রকম থাকনা কেন তাতে কিছু আসে যায়না।

মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী তার "আসান ফেকাহ্" গ্রন্থে লিখেন, বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের যে সব জমি মুসলমানদের মালিকানায় আছে, তা উশরী এবং তার উশর দিতে হবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের জমিগুলো উশরী এবং তা থেকে উশর আদায় করা ফরজ।

খাজনা দিলে ও উশর দিতে হবে

উশর একটি ইবাদত এবং তা ফরজ। আর খাজনা সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ভূমি কর। যা দিয়ে উশরের হক আদায় হবে না। কারণ উশর যে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, খাজনা তার কোন একটি ক্ষেত্রেও ব্যয় করা হয়না। তা হলে কি জমির খাজনা দেওয়ার পরও উশর দিতে হবে? এ ব্যাপারে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের অভিমত, উশর ও খাজনা দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির হক।

তাই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উশর ও খাজনা এক সাথে আদায় করেছেন।

হযরত আমর ইবনে মায়মুন থেকে বর্ণিত তিনি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কে খারাজী জমির মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে ছিলেন, জমি থেকে খাজনা গ্রহণ কর আর ফসল থেকে উশর গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

উশর ধার্য হয় ফসলের উপর। আর খাজনা ধার্য হয় জমির উপর, তাই ফসল হোক বা না হোক খাজনা দিতে হয়। এক কথায় খাজনা ধার্য হয় জমির মালিকানার উপর আর ওশর ধার্য হয় ফসলের উপর। কাজেই এক সাথে একটি জমির উপর দু'টো আদায় করার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যেমন এক ব্যক্তিকে দোকানের ভাড়া ও মালের যাকাত দু'টোই দিতে হয়।

ইসলামী হুকুমতে উশর ও খারাজ আদায় করে একত্রে বায়তুল মালে জমা করা হতো। তা থেকে কুরআনে বর্ণিত খাত সমূহে ব্যয় করা হতো বিধায় জমির মালিক উশর দেক অথবা ধার্যকৃত খারাজ দেক এ দিয়ে হক আদায় হতো। তাই হানাফী মতে বলা হয়েছে একটি জমির উপর উশর ও খারাজ এক সাথে ধার্য হতে পারেনা। তার বর্ণনা একই সাথে দু'টি ফরজ একত্র হতে পারেনা।

বিষয়টি গভীর ভাবে অনুধাবন করলে বুঝা যায় পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার উশর ও যাকাত আদায় করতো এবং বায়তুল মালে জমা হতো সেখান থেকে শরিয়ত মোতাবেক ব্যয় করা হতো ফলে উশর দাতা ও খারাজ দাতার ফরজিয়াত আদায় হতো। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী সরকার না থাকার কারণে সরকারীভাবে উশরের কোন গুরুত্ব নেই। তারা নিজেদের প্রয়োজনে খাজনার টাকা তাগিদ দিয়ে আদায় করে এবং তা শরিয়তের কোন খাতেই ব্যয় হয় না। বিধায় উশরের মত একটা ফরজ আমাদের মাঝে অনাদায় থেকে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'এক্ষুণি সংগতিপুর্ণ কাজ এই হতে পারে যে মুসলমানদের মালিকানাভূক্ত সব জমির উপর উশর অর্ধ উশর ধার্য করতে হবে যদি তাতে নেছাব পরিমাণ ফসল ফলে। আর ধার্যকৃত ভূমিকর (খাজনা) মালিককে তো দিতেই হবে। আর উশর দিতে হবে জমির উৎপাদিত ফল-ফসল থেকে।

মূফতী শফি তার "ইসলাম কা নেযামে আরাযী" গ্রন্থে বলেন সরকারী রাজস্ব প্রদানে উশর আদায় হবে না। তিনি বলেন, সরকার যে ভূমি রাজস্ব আদায় করে থাকে তা উশর ও খারাজের শরিয়তি বিধি অনুসারে আদায় করে না। ওটাকে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার জন্য সরকার কোন অঙ্গিকার ঘোষণা করে না। তাই মুসলিম সরকারের আরোপিত আয়কর অথবা সরকারী ভূমি রাজস্ব দিলেও যাকাত উশরের ফরজ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায় না।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে জানানো হয়েছিল যে কোন কোন আলেম সরকারী খাজনা দিলে ওশর আদায় হয়ে যায় বলে অভিমত দিয়েছেন। আপনার দৃষ্টিতে সঠিক মত কোনটি? মাওলানা থানবী জবাবে বলেন, আমি তো এটাই

www.pathagar.com

জানি যে, এতে আদায় হয়না'। যেমন আয়কর দিলে যাকান আদায় হয় না। উক্ত আলেমগণ কিসের ভিত্তিতে একথা বলেছেন তা আমার জানা নেই।

মাওলানা আবদুশ শাকুর লকনবী তার 'ইলমুল ফিকাহ' গ্রন্থে বলেন সরকারী ভূমি রাজস্ব বাবদ যা দেওয়া হয় তা উশর বলে গণ্য হতে পারেনা। কেননা তা উশরের নির্ধারিত খাতে ব্যয় হয় না। কাজেই এটা দিলে উশর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবেনা।

খাজনার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের একটি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে যে, উৎপাদিত ফসলের মোট পরিমাণ থেকে খাজনা বাদ দিয়ে নেছাব পরিমাণ মাত্রায় থাকে তাহলে উশর দিতে হবে। ইয়াহহিয়া ইবনে আদম বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সওরী খারাজী জমির মালিককে বলেছেন তোমার ঋন ও খারাজ বাদ দাও। তারপর পাঁচ ওসাক ফসল অবশিষ্ট থাকলে তার যাকাত দাও। ওমর, সুফিয়ান খারাজ পরিমাণ বাদ দিয়ে যাকাত নেওয়ার পক্ষপাতী অবশিষ্ট নেছাব পরিমাণ হলেই তার উপর যাকাত হবে। ইমাম আহমদের মতও এমনই।

আল্লামা মওদুদী তার রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ওশর হিসাব করার আগে যদি কেউ ফসলের মূল্য থেকে খাজনা ও ভূমি কর দিয়ে দেয়, তাতে দোষের কিছু নেই। এটা আমার একার মত নয়, আলেম সমাজ এরুপ ফতোয়া দিয়েছেন। তবুও আপনি ইচ্ছে করলে এ বক্তব্য অগ্রাহ্য করতে পারেন। বরং সমগ্র ফসলের উপর খাজনা ও ভুমিকর কর্তন না করেই উশর দেওয়া উত্তম। এতে গরীবদের উপকার আরো বেশী হবে এবং শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে যত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা যায় ততই ভাল।'

এখন বিষয়টি যদি আমাদের বিবেকের নিকট ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বিবেক এ বিষয়ের উপর সায় দিতে বাধ্য যে, বর্তমানে খাজনা দিয়ে কোন ভাবেই উশরের হক আদায় হবে না। কাজেই যত দিন পর্যন্ত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ না করে এবং সরকারীভাবে বায়তুল মালে উশর যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা না হয় তত দিন আমাদের কে নিজ উদ্যোগে কোরআনের বর্ণিত খাতে উশর ব্যয়ের মাধ্যমে এ ইবাদত (ফরজ) আদায়ের ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

বর্গা ও পত্তনী জমির উশর

বর্গা জমির উশরঃ

জমির মালিক ও কৃষিজীবি দু'জনে মিলে যদি একটা চুক্তির ভিত্তিতে জমি চাষ করে যেমন ফসলের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দেওয়ার চুক্তিতে তা হলে শর্ত মোতাবেক অংশীদারকে তার প্রাপ্ত ফসল থেকে উশর দিতে

www.pathagar.com

হবে। দু'জনের মধ্যে যদি একজনের ফসল নেছাব পরিমাণ হয়, আরেক জনের নেছাব পরিমাণ না হয় তা হলে প্রথম জনকে উশর দিতে হবে দ্বিতীয় জনকে কিছুই দিতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেন দু'জনের ফসল একত্রে নেছাব পরিমাণ হলে তাদের নিজ নিজ অংশ থেকে উশর দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে যা পেয়েছে তা থেকে উশর আদায় করবে।

পত্তনী বা ভাড়া করা জমিতে উশরঃ

জমির মালিকের নিকট থেকে কেউ যদি টাকা দিয়ে জমি পত্তন বা ভাড়ায় আবাদ করে জমহুর ফিকাহবিদগণ তা জায়েজ বলেছেন। তা হলে উশর দিবে কে? জমির মালিক না ভাড়াটে। কেননা মালিক পেয়েছে ভাড়া আর ভাড়াটে পেয়েছে ফসল, এখন উশর কে আদায় করবে?

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন জমির মালিক উশর নিবে। তার মুলনীতি হচ্ছে উশর জমির হক, কৃষি কাজের হক নয়। কাজেই জমির মালিক ফসলের পরিবর্তে ভাড়া আদায় করে নিয়েছে এটা ফসলের মত উন্নয়নের লক্ষ বস্তু। এছাড়া মালিকানার মত নেয়ামত তার ভাগে। কাজেই উশর তার উপর ধার্য হবে। ইব্রাহীম নখয়ী ও এমত দিয়েছেন।

জমহুর ফিকাহবিদগনের মত উশর দিতে হবে জমির ভাড়াটিয়াকে। কেননা উশর ফসলের হক, জমির হক না। যেহেতু মালিক ফসল পায়নি সে কি করে উশর দিবে। ফসলের মালিক হয়েছে অন্য লোক।

এই মতপার্থক্যের কারণ হিসাবে ইবনে রুশদ্ বলেছেন, উশর জমির হক না ফসলের হক এ নিয়ে মতবিরোধের আসল কারণ। কেউ উভয়ের সামষ্টিক হক এ কথা বলেন নি। তিনি বলেন অথচ প্রকৃত পক্ষে এটা উভয়েরই সামষ্টিক হক। উশর দুজনকেই দিতে হবে।

উশর থেকে উৎপাদন খরচ বাদ হবেনা

জমির ফসল উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় হয় তা বাদ দিয়ে উশর দিতে হবে কি মোট ফসলের উপর দিতে হবে এ ব্যাপারে ইবনে হাজম তার আলমুহাল্লা গ্রন্থে বলেন ফসল উৎপাদন, কাটা ও মাড়াই মাটি খনন, সার প্রয়োগ এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যয় উশর দেওয়ার আগে বাদ দেওয়া জায়েয নয়। তার মতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানিফা এবং জাহেরিয়া মজহাবের ইমামদেরও একই মত।

হানাফী মাজহাব মতে উশর দেওয়ার পূর্বে ফসল থেকে, কোন রকম উৎপাদনী খরচ বাদ দেওয়া জায়েয নাই। মোট ফসলের উপর উশর দিতে হবে।

www.pathagar.com

রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থে মাওলানা মওদুদী লিখেন যে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপানি তথা ট্রাকটর থ্রাসার টিউবওয়েল ইত্যাদির বিধান ও তদ্রুপ। এগুলোর মূল্য বা ভাড়ার টাকা মোট উৎপন্ন ফসল থেকে বাদ দেওয়া যাবেনা। অন্যথায় সাধারণ কৃষকের হালের বলদ ও কুয়া খননের খরচ ও বাদ না দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা। টিউবওয়েল বা কুয়ার কিংবা খাল-নালা সিঞ্চিত জমির সেচকর উশর দেওয়ার আগে কর্তন করা নাজায়েজ এ কারণে যে এধরনের কৃত্রিম ও শ্রম সাপেক্ষে সেচের জন্য প্রথমে উশর রেয়াত দিয়ে অর্ধ উশর করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেন আমরা ডিপ টিউবওয়েল ও ট্রাকটর এ লাখ টাকা ব্যয় করেছি। এসব ব্যয় না পুশিয়ে কিভাবে উশর দেওয়া সম্ভব? এ কথার যৌক্তিকতা মেনে নিলে একথাও উঠবে আমি এক লাখ বা দু'লাখ টাকার জমি কিনেছি। জমির এ দাম না ওঠা পর্যন্ত উশর নেওয়া কেন? এ ধরণের টালবাহানা একজন ব্যবসায়ীও করতে পারে যে, আমি দোকান বা কারখানা স্থাপনে এত টাকা ব্যয় করেছি। কাজেই আমার ব্যবসায়ে আপাতত যাকাত ধার্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়। এভাবে ধনীরা নিরাপদ ও গরীবেরা বঞ্চিত হতে থাকবে।

আলম মুগনী গ্রন্থকার মত দিয়েছেন যে জমিতে চাষের জন্য খালকাটা ও গর্ত খোড়ার যে কষ্ট বা অর্থ ব্যয় হয় তাতে যাকাতের হার কম করণের কোন প্রভাব রাখেনা। (অর্থ উশর হবে না) তার কারণ হচ্ছে জমি আবাদ করণ সংক্রান্ত কাজের সাথে এগুলো জড়িত এবং তা প্রতি বছরে বার বার করার প্রয়োজন হয় না।

উশর এক ফসলে একবার দিতে হয়

আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার "ফিকহুয যাকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কৃষি ফসল ও ফলফলাদির উশর আদায় করার পর বছর অতিবাহিত হলেও আর বার বার উশর দিতে হবে না। অর্থাৎ কৃষি ফসল ফলাদিতে উশর ফরজ হয় তাতে আর কিছু ফরজ হবেনা তা যতি মালিকের হাতে কয়েক বছর ধরে মজুদ থাকে। কেননা যেসব ফসল ও ফল সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে তা প্রবৃদ্ধি বঞ্চিত ধ্বংস ও বিনাশ মান। আর যাকাততো বর্ধনশীল ধনমালে ধার্য হয়ে থাকে। কেউ জমাকৃত শস্য বিক্রি করে যদি জমি ক্রয় করে তাহলে তার উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার উক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে উশর আদায় করা হবে।

এ বিষয়ে ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে-

যে সব ব্যবসায়ী পন্য কিনে পুঁজি করে রাখে ও মূল্য বৃদ্ধির আশায় বসে থাকে তারা সেই সব জমি ক্রয় কারীর মত যারা জমি খরিদ কর রাখে তার মুল্য

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পাবে এই অশায়। তাদের পণ্যের উপর প্রতি বছর যাকাত ধার্য হবে না। তারা যদি নেছাব পরিমাণ টাকার মাল বিক্রয় করে তা হলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে এক বছরের জন্য। যদিও এ পণ্য তার হাতে বিক্রয়ের পূর্বে বেশ কয়েক বছর ধরে জমা ছিল। কেননা সব আটকে রাখা পণ্য একবারই মাত্র মুনাফা দিয়েছে তাই একবারই যাকাত ফরজ হ বে।

সম্পদ মালিকের হাতে একটি বছর পূর্ণ থাকলে যাকাত তার উপর ফরজ হবে। নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্য সম্পর্কে এ শর্ত আরোপিত হয়েছে। বলাযায় এ হচ্ছে মুলধনের যাকাত। কিন্তু কৃষি ফসল ফল ফলাদি, মধু খনিও গচ্ছিত ধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক বছরের মালিকানার কোন শর্ত নেই। কেননা তা হলো উৎপাদনের যাকাত।

বৎসরে যত বার ফসল উৎপাদিত হবে ততবার উশর দিতে হবে। কারণ উৎপাদিত ফসলের যাকাত উশর। এবং তা প্রতিবারের ফসল থেকে আদায় করা ফরজ।

উশর আদায়ের যৌক্তিকতা

উশর ফসল ফলের যাকাত। তাই নামাজ রোজার মত এ ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ইহা একটি অর্থনৈতিক ইবাদত যার সংগে সমাজের দুঃস্থ অনাথের সম্পর্ক। এর মাধ্যমে তাদের দুমুঠো অন্নের যোগান হয়। এছাড়া সমাজের আরো কিছু বিষয়ের প্রতি এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নামাজ রোযা না করলে আল্লাহর নাফরমানী করা হয়। আর যাকাত উশর না দিলে আল্লাহর নাফরমানিতো হয় তার সাথে সামাজিক হকও নষ্ট করা হয়। কাজেই যাকাত আদায় না করলে শক্ত গুনাহ এমন কি দ্বিগুন অপরাধী হওয়ার যৌক্তিকতা এড়িয়ে দেওয়া যায়না।

অনেকে উশরকে জুলুম মনে করেন। কেউ কেউ উশর না দেওয়ার বাহানা খুজে বেড়ায়। কেউবা বলেন আমরা খাজনা দেই কাজেই উশর দেওয়া লাগবেনা আবার কেউবা বলেন খাজনাও দিব আবার উশর ও দিব তাহলে তো দ্বিগুন ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছি।

একটু চিন্তা ভাবনা করলে বিষয়টি আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন আমরা ইরি মৌসুমে জমির উৎপাদিত ফসলের ২০ভাগের একভাগ উশর দেই। আর আমন মৌসুমে দিয়ে থাকি সাধারণত ১০ ভাগের এক ভাগ। বিষয়টি যদি এভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, ইরি মৌসুমে ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে পানি সেচের জন্য আমরা সাতশত টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত পানির দাম

www.pathagar.com

দিয়ে থাকি। যার কারণে উশরের পরিমাণ কমিয়ে অর্ধ উশর অর্থাৎ ২০ মনে ১ মণ উশর ধার্য্য করা হয়েছে। আর আমন মৌসুমে আসমানের পানি দিয়ে ফসল উৎপন্ন হয় বলে ১০মনে ১মন দিতে হয়। এখানে আল্লাহ পাক যদি বলতেন তোমরা ইরি মৌসুমে আবাদের জন্য পানি যে দামে কিনে ছিলে আমন আবাদে আমাকে সেই পানির দামটা দিয়ে দাও। তাহলে এ দাবীকে তো অযৌক্তিক বলা যাবেনা। অথচ ইসলামের দাবী হলো ফসল উৎপন্ন হলে তার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর অংশ। ফসল না হলে অংশের দাবী নেই। এটাতো আল্লাহ পাক আমাদের উপর ইহসান করেছেন। যারা এটাকে যুলুম মনে করেন তারা ফসলের হক কিভাবে আদায় করবেন এবং আল্লাহর নাফরমানি থেকে কিভাবে বাঁচবেন সেটা ভাবার বিষয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি নজর দেয়। আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। এদিকে মাটিকে ভীষণভাবে মথিত করেছি। অতঃপর তাতে উৎপাদিত করেছি শস্য আঙ্গুর, তরিতরকারী , জয়তুন, খেজুর বাগিচা আর হরেক রকমের ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্যে জীবিকার সামগ্রীরূপে। (সুরা আবাসা-২৪-৩২)

যারা জমির খাজনাও দিব আবার উশরও দিব এ যুক্তি দেখিয়ে উশর থেকে নাজাত পেতে চায় তারা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন যে উশর ও খাজনার সম্পর্ক এক বিষয় নয়। উশর ব্যয়ের যে আটটি খাত আছে তার কোন একটিতেও কি খাজনার টাকা খরচ হয়? খাজনার টাকা সরকার রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ইচ্ছামতো খরচ করেন । কোরআনের বর্ণিত কোন খাতেই ব্যয় হয় না। তাহলে খাজনা দিয়ে কিভাবে উশরের হক আদায় হবে?

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মওদুদীর একটি উদ্ধৃতি তিনি "রাসায়েল ও মাসায়েলে" দিয়েছেন যে জমির উপর আজকাল যে কর ধার্য হয়ে থাকে তার পিছনে খারাজ বা উশরের চেতনা বিন্দুমাত্রও কার্যকরী নেই। এই করকে উশর বা খারাজ নাম দিয়ে কোন জমিওয়ালা যদি উশর দিতে অস্বীকার করতে পারে তাহলে একই পন্থায় একজন পুঁজিপতি এবং শিল্পপতি ও বলতে পারে যে, আমি আমার পুঁজি বা

www.pathagar.com

সম্পদের উপর যে বিভিন্ন ধরণের কর দিয়ে থাকি তাতেই আমার যাকাত আদায় হয়ে যায়। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, সরকারের প্রাপ্য সরকার ঠিকই পেয়ে যাবে কেবল আল্লাহর প্রাপ্যটাই বাঁকী থেকে যাবে।

আমরা জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করি তার জন্য আমাদের কৃষাণ খাটাতে হয়। জমি চাষের মুল্য দিতে হয়। পানি সেচের জন্য খরচ করতে হয় তারপর বীজ, কীটনাশক, সার ইত্যাদি ব্যয়ের পর যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হয় তাহলে ফসল ঘরে ওঠে। এখানে প্রশ্ন আসে যে জমিতে আমরা এত কিছু খরচ ও পরিশ্রম করি তারপরও প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটা ভয় আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখে। এ ভয় মুক্ত হওয়ার জন্য যদি কোন গ্রামের কৃষককুল তাদের মাঠের চারিধারে প্রাচীর এবং উপরে ছাদ দেয় এ ধারনায় যে এত কিছু ব্যয় করার পরও অতিবৃষ্টি, শীলাবৃষ্টি, অতি খরা, ঝড়-ঝাপটা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায়। তাহলে কি আমাদের ফসল নিরাপদে থাকবে নাকি আমরা ফসল ফলাতে পারবো। আপনারা সবায় এক বাক্যে বলবেন, অসম্ভব, অসম্ভব। কিছুতেই ফসল হবে না। কারণ আলো, তাপ, শিশির, মুক্ত বাতাস ইত্যাদির অভাবে ফসল বিনষ্ট হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমরা যে ফসল ফলাই তাতে আল্লাহ পাক কিছু করেন।

কুরআনুল করিমে বলা হয়েছে-

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ○ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ○ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا ○ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○ إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ? তোমরা যে বীজ বপন কর তা দিয়ে তোমরাই কি ফসল ফলাও না এসবের ফসল ফলানোকারী আমি? আমি চাইলে এ ফসলগুলোকে ভুষি বানিয়ে দিতে পারতাম, আর তোমরা নানা কথা বলতে যে আমাদের উপর তো উল্টা চাবুক পড়েছে। বরং আমাদের ভাগ্যই মন্দ হয়ে গেছে। (ওয়াকেয়া-৬৩-৬৭) আরো বলা হয়েছে-

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوْهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِيْنَ ○

ফলদায়ক বায়ু আমিই পাঠাই। পরে পানি বর্ষণ করি। আর সেই পানি দ্বারা সিক্ত করি। এ সম্পদের খাজাঞ্চি তো তোমরা নও। (হিজর-২২)

www.pathagar.com

এ কথা যখন আমরা স্বীকার করলাম তখন বিষয়টি আমাদের জন্য আরো সহজ হলো যে, এখন যদি আল্লাহ দাবী করতেন যে তোমরা ফসলের জমিতে যে খরচ কর যেমন কৃষাণ, হালচাষ, সেচ সার্ ইত্যাদি বাবদ তেমনি আমার আলো বাতাস, তাপ, শিশির, বৃষ্টি এগুলোর খরচ টা দিয়ে দাও। তা হলে এ দাবী করাটা কি অসঙ্গত হতো। অথচ আল্লাহর দাবী যদি ফসল হয় তা হলে উশর দিবে। না হলে তো নাই। কিন্তু ফসল না হলেও আপনার ফসলের যে খরচটুকু উপরে বর্ণনা করেছি তা থেকে রেহাই পাননা এরপরও উশর সম্পর্কে বুঝের ঘাটতি থাকার কথা নয়।

উশরের নেছাব

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া অপরিহার্য্য শর্ত বিশেষ। ফিকার পরিভাষায় তাকেই নেছাব বলে। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে পাঁচটির কম উট চল্লিশটির কম ছাগলে যাকাত নেই। অনুরুপ ভাবে দুইশত রৌপ্য মুদ্রার কম ও ফসলের পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণের উপর কোন যাকাত নেই।

ফসল ও ফলের নেছাব ধার্য্য করা হয়েছে পাঁচ ওসাক। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণের উপর কোন যাকাত হয় না।

(বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবু হানিফার মত হল পরিমাণে কম হোক বেশী হোক জমিতে যা উৎপাদিত হবে তার উশর দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার পরিমাণের কোন নেছাব নেই। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন বৃষ্টিতে সিক্ত সব জমির ফসলেই উশর হবে।

ইব্রাহীম নখয়ী ও ইয়াহইয়া ইবনে আদম বর্ণনা করেন জমির ফসল যা হবে তাতে উশর বা অর্ধ উশর দিতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস বসরার অধিবাসীদের নিকট থেকে রসুন, পেয়াজের পর্যন্ত যাকাত আদায় করতেন। ইবনে হাজম, মুজাহিদ হাম্মাদ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ইব্রাহিম নখয়ীর উপরোল্লিখিত মতের উপর মতামত পাওয়া যায়।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, যা পাত্র দিয়ে মাপা যায় তার পরিমাণ পাঁচ ওসাক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হবে না। তুলা জাফরান ও শ্বাক সবজিতে পরিমাণ যাই হোক উশর ধার্য হবে।

হাদিসের বর্ণনা মতে পাঁচ ওসাক অথবা তদুর্ধ ফসল উৎপন্ন হলে হিসাব করে তার উশর দিতে হবে।

www.pathagar.com

ওসাক কি?

ষাট ছা'তে এক ওসাক। পাঁচ ওসাকে তিনশত ছা'। ছা'র হিসাবে আমরা ফিতরা ও দিয়ে থাকি। এই ছা'র পরিমাণ আমাদের দেশীয় ওজনে কত তা জানতে হবে। এক ছা' সমান চার মুদ। হাদিসে বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ছা' পানি দিয়ে গোসল করতেন আর এক মুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন।

এক মুদ হলো সাধারণ মানুষের পূর্ণ দুই মুঠো পরিমাণ। মদিনা বাসীরা ছিলেন কৃষিজীবি। তারা ফলফসলের উৎপাদন করতেন আর তা মাপা হতো পাত্রর 'কায়ল' দ্বারা। আর মক্কাবাসীরা ছিলেন ব্যবসায়ী তাদের মাঝে চালু ছিল 'মিজান' দাড়িপাল্লার ওজন।

হযরত ইবনে ওমরের একটি হাদিস দাড়িপাল্লার (মিজান) ওজন চলবে মক্কা বাসীদের জন্য আর পাত্রের (কায়েল) মাপ চলবে মদীনাবাসীদের জন্য।

اَلْمِيْزَانُ مِيْزَانُ اَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ-

ছা'র পরিমাণ

ছা'র পরিমাণ দুইভাবে নির্ধারিত হয়েছে। মদীনায় প্রচলিত ছা'র পরিমাণ হলো ৫ $\frac{১}{৩}$ পাঁচ রতল। আর ইরাকী ছার পরিমাণ হলো আট রতল।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মদিনার পরিমাপ ব্যবস্থাকে মানদন্ড হিসাবে ঘোষণা করেছেন যেহেতু ছা'র পরিমাণ এক হওয়ার কথা কিন্তু দ্বিমত হলো কেন এর একটি সুষ্ঠু আলোচনা আসা দরকার।

ইমাম আবু হানিফা ও তার অনুসারী ইরাকের অধিবাসীরা ছা'র পরিমাণ আট রতল করেছেন। আর হিজাজের অধিবাসীরা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ছা'র পরিমাণ করেছেন ৫ $\frac{১}{৩}$ পাঁচ রতল ও এক রতলের তিন ভাগের এক ভাগ।

ইরাকীদের দলিল

হাদিসে আছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একমুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন আর এক ছা পানি দিয়ে গোসল করতেন। অপর হাদিসে আছে তিনি আট রতল পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর একটি হাদিসে আছে তিনি দুই রতল পানি দিয়ে ওজু করতেন। তাহলে আট রতল সমান এক ছা ও দুই রতল সমান এক মুদ হয়।

ইরাকী ফিকাহবিদগণ বলেন তাদের পরিমাপ টা হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবহৃত ছা'র মত। আর সে ছা'তে আট রতল পরিমাণ হতো।

www.pathagar.com

হেজাজীদের দলিল

হযরত রাসুলুলাহ (সাঃ) থেকে পরম্পর যে ছা' চালু হয়ে এসেছে তার পরিমান ৫ $\frac{১}{৩}$ পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ যা মদিনায় প্রচলিত ছা'। আর হাদিসে মদিনার পরিমাণকে অনুসরণ করতে বলে হয়েছে।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য ইমাম আবু ইউসুফ যখন খলিফা হারুনুর রশীদের প্রধান বিচার পতি ছিলেন তখন খলিফার সাথে এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তিনি মদিনায় গিয়ে বিষয়টি উৎঘাটন করেন।

তিনি বলেন আমি মদিনায় গিয়ে ছা' সম্পর্কে জানতে চাইলাম তারা বললো আমরা যে ছা' ব্যবহার করি এটাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহৃত ছা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম তার প্রমাণ কি? লোকেরা বললো আগামীকাল তার প্রমাণ পেশ করা হবে। পরেরদিন আনছার ও মুহাজির বংশের বৃদ্ধ বয়সের পঞ্চাশ জন ব্যক্তি উপস্থিত হলেন তারা চাদরের ভিতর থেকে প্রত্যেকেই একটি করে ছা' পাত্র বের করে বললেন, আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে ব্যবহার করে আসা এই ছা' রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহার করেছেন।

আমি তাকিয়ে দেখলাম পাত্রগুলো সমমানের। অনুমান করলাম তা পাঁচ ও এক তৃতীয়াংশ রতল সামান্য বেশ কম হয়। বিষয়টি আমার কাছে খুব শক্ত ও অনস্বীকার্য হয়ে উঠলো, অতঃপর আমি ছা'র ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার মতামত ছেড়ে দিয়ে মদিনাবাসীদের কথা গ্রহণ করলাম।

এ কাহিনী বর্ণনাকারী হুসাইন বলেছেন আমি এ বিষয়ে আরো অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। ইমাম মালেককেও জিজ্ঞেস করেছি তিনি বলেছেন এ ছা' রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ব্যবহৃত ছা'। আর বললাম এটা কয় রতলের হবে তিনি বললেন এটা তো ওজন (দাড়িপাল্লায়) করা হয় না।

ইমাম হাম্বল বলেছেন আমি ছা ওজন করেছি তা ৫ $\frac{১}{৩}$ পাঁচ ও এক তৃতীয়াংশ রতল সমপরিমাণ হয়। (ফিকহুয যাকাত)

দ্বিমত সম্পর্কে মতামত

ইমাম ইবনে তাইমিয়া দু'টো মতের সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন আসলে এখানে দু'ধরণের ছা' প্রচলিত ছিল, একটি খাদ্য শস্য মাপার ও অপরটি তরল জাতীয় জিনিস মাপার জন্য। খাদ্য মাপার ছা' পাঁচ ও এক তৃতীয়াংশ হত আর পানি মাপার ছা' আট রতল হত। এ ব্যাপারে বর্ণনাও রয়েছে।

www.pathagar.com

আলী পাশা মুবারক এ ব্যাপারে বলেন যে ইরাকী আলেম ও আরব আলেমগণের মত পার্থক্যের কারণ হলো ইরাকী আলেমগণ ছা'তে যে পরিমাণ পানি ধরে তার হিসাব ধরেছেন আর আরব আলেমগণের যে পরিমাণ শস্য দানা ধরে তার মাপ ধরেছেন। তিনি বলেছেন শস্যদানা ও পানির ওজনের পরিমাণ ৩:৪ এর ব্যবধান রয়েছে। তাই যদি এ ভাবে হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে এক ছা' শস্যদানা ও পানির ওজন প্রায় দুটো মতের কাছাকাছি এসে যায়। তিনি বলেন ইরাকী অর্থাৎ হানাফী মতাবলম্বীরা ছাতে যতটা পানি ধরে সেটা গণ্য করেছেন আর অন্যান্যরা ছা'তে যতটা শস্য ধরে সেটা গণ্য করেছেন।

কিলোগ্রামের বর্তমান হিসাব

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মান হিসাবে সারা দুনিয়ায় কিলোগ্রামের হিসাব চালু হয়েছে। এর পূর্বে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাপ পদ্ধতি চালু ছিল। যেমন আমাদের দেশে আগে ৬০ তোলায় ও ৮০তোলায় সেরের হিসাব ছিল। বর্তমানে তা রহিত করে কিলোগ্রামের হিসাব চালু করা হয়েছে।

উশরের নিছাব পাঁচ ওসাক ও বা তিনশত ছা' ৫$\frac{১}{৩}$ রতলে ছা হিসাবে কিলোগ্রামের হিসাব দাড়ায় প্রায় তিনশত ছা'তে ৬৫৩ কেজি। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে মিশরীয় ও বাগদাদী রতলের সমন্বয় করে আল্লামা শায়খ আলী আঝুরীর একটি সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। আল্লামা আলী মুবারক মিশরীয় রতলের ১ ছা' সমান ২.১৭৬ কিলোগ্রামের সমান বলেন। এই পরিমাপ হিসাবে ৫ ওসাক অর্থাৎ ৩০০ ছা' সমান ২.১৭৬x৩০০ = ৬৫২, ৮০০= ছয়শ বাহান্ন কেজি আটশ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় ৬৫৩ কিলোগ্রাম। বিভিন্ন দেশের ফসল উৎপাদনের ধরণ ও পরিমাপের বিভিন্ন কারণে সেই অনুপাতে নেছাব নির্ধারণ হবে।

ইমাম গাজ্জালী বলেছেন শস্যের ক্ষেত্রে খোসা পরিষ্কার করা দরকার। তবে যে শস্য খোসা না ছাড়িয়ে জমা রাখা যায় তার খোসা ছাড়ানোর জন্য মালিককে বাধ্য করানো ঠিক হবে না।

কোন কোন ফেকাহবিদ খোসা ওয়ালা জিনিসের নেছাব দ্বিগুন ধরেছেন তবে প্রত্যেক প্রকারের ফসলের অবস্থা ভিন্ন। তাই অভিজ্ঞ আলেমগণের নিকট থেকে জেনে নেওয়া ভাল। যেমন আমাদের দেশে ধান উৎপাদন হয় বেশী। চাউলের হিসাবে ধান ধরতে হলে দেড়গুন ধরতে হয়। অর্থাৎ ৯৮০কেজি নেছাব হয়। আবার গম, আলু, সরিষার হিসাব ৬৫৩কেজি তে রাখা যায়।

www.pathagar.com

সবচেয়ে ভাল হয় কোরআনের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ দিলে "তোমরা ব্যয় কর তোমাদের উপার্জন এবং তোমাদের জন্য জমি থেকে যা উৎপাদন করে দিয়েছি তা থেকে। (বাকারা ২৬৭) ইমাম আবু হানিফা এ আয়াতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যা কিছু উৎপন্ন হয় তা থেকে উশর আদায় কর।

উশর যাকাতের ব্যয়খাত

উশর যাকাতের ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনুল করিমে ঘোষণা করেন

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

সাদকা হলো ফকির, মিসকীন, যাকাত বিভাগের কর্মচারী, যাদের মন আকৃষ্ঠকরা প্রয়োজন, মুক্তিকামী দাস, ঋনগ্রস্থ, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান। (তওবা-৬০)

কোরআনের আলোকে যাকাত উশরের ব্যয় খাত ৮টি

(১) দরিদ্র বা ফকির (২) মিসকিন (৩) যাকাত বিভাগের কর্মচারী (৪) মন জয় করার প্রয়োজনে (৫) ক্রীতদাস মুক্তিপণ (৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি (৭) আল্লাহর পথে (৮) মুসাফির।

যাকাত আট খাতে ব্যয় করা যেতে পারে তার বাইরে নয়। হযরত যিয়াদ বিন হারেস একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি হাজির হয়ে বললো, যাকাত থেকে আমাকে কিছু দিন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ যাকাত ব্যয় করার খাতগুলো কোন নবীর উপর ছেড়ে দেননি আর না কোন অনবীর উপর। বরং আল্লাহ স্বয়ং তার ফায়সালা করে দিয়েছেন। আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি যদি এখাতগুলোর মধ্যে পড় তাহলে অবশ্যই তোমাকে যাকাত দিয়ে দিব।

www.pathagar.com

খাতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

(১) ফকীরঃ যে সামান্য সম্পদের মালিক। নারী হোক পুরুষ হোক জীবন ধারণের জন্য অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে অপারগ, অক্ষম, অভাবী দুঃস্থ, ব্যক্তিরা শামিল। পঙ্গু , এতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল, বেকার এবং যারা দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার এ ধরণের ব্যক্তিদের সাময়িক ভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্যে করা যেতে পারে। প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে ভাতাও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(২) মিসকীনঃ ইমাম আবু হানিফার মতে মিসকীন যাদের কিছুই নেই। অন্যান্যদের মতে কিছু সম্পদ আছে কিন্তু লজ্জা সম্মানের ভয়ে কারো কাছে হাত পাতেনা। জীবিকার জন্য আপ্রান চেষ্টা, পরিশ্রম করার পর ও দুমুঠো ভাত যোগার করতে পারেনা তবুও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলেনা।

হাদিসে মিসকীন সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهٗ فَيُتَصَدَّقَ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ-

-যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পায়না আর না তাকে বুঝতে বা চিনতে পারা যায় (তার আত্ম সম্মানের জন্য) যার জন্য লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্যে করতে পারে। আর না সে লোকদের কাছে কিছু চায়। (বুখারী মুসলিম)

(৩) যাকাত বিভাগের কর্মচারীঃ যারা যাকাত আদায়, সংরক্ষণ, বন্টন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তাদের বেতন যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে।

(৪) মন জয় করা প্রয়োজন ঃ অর্থাৎ ইসলামের জন্য যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের উদ্দেশ্যে এখান থেকে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে।

নবী করিম (সাঃ) এর জামানায় বহু লোককে মনজয় করার উদ্দেশ্যে বৃত্তি বা দান দেওয়া হত একথা সর্বজন সম্মত। কিন্তু রাসুলের(সাঃ) পরবর্তী কালেও এখাতে ব্যয় করা যায় কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ হয়।

ইমাম আবু হানিফাও তার সাথীদের মতে এই খাত হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফত কালে নাকচ করা হয়েছে। অতএব এখন মনজয় করার জন্য কিছু দেওয়া জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, ফাসেক মুসলমানকে মনজয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অন্যান্য ফকীহদের মত "মনজয়" এর খাত এখনো কার্যকর যদি তার প্রয়োজন হয়।

হানাফীদের দলিলের বর্ণনাঃ রাসুলুল্লাহর (সাঃ) ইন্তেকালের পর উয়ায়না ইবনে হিবন ও আকরা ইবনে হাবিস হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এক খন্ড

www.pathagar.com

জমিন চায়। তিনি তাদেরকে দানপত্র লিখে দেন। তারা চাইছিল অন্যান্য সাহাবীদের স্বাক্ষর হলে বিষয়ীট মজবুত হত। কিছু স্বাক্ষর ও হলো। তারপর যখন হযরত ওমরের (রাঃ) স্বাক্ষর নিতে গেল তখন তিনি দানপত্র পড়ে তাদের চোখের সামনে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আর বললেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের মনজয় করার জন্য এরূপ দিতেন সত্য কিন্তু তখন ইসলামের দুর্বল অবস্থার সময়। আর এখন আল্লাহ ইসলাম তোমাদের মুখাপেক্ষী করে রাখেননি। এ ঘটনার পর তারা খলিফা আবু বকরের নিকট অভিযোগ করে বলে খলিফা কি আপনি না ওমর?। কিন্তু না হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছু বললেন বললেন আর না সাহাবীগণ হযরত ওমর (রাঃ) থেকে ভিন্ন মতপোষণ করলেন। হানাফীগণ এর ভিত্তিতে বলেন যে মুসলমান সংখ্যায় যখন বিপুল হয়ে গেল এবং নিজেদের পায়ের উপর শক্তভাবে দাঁড়ানোর যোগ্য হলো তখন যে সব কারণে মনজয়ের অংশ নির্দিষ্ট ছিল সেসব কারণ আর বাঁকী থাকল না। এ কারণে সাহাবীদের ইজমার ভিত্তিতে মনজয়ের খাত রহিত হয়ে গেল।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতঃ ইসলামী হুজুমতের নিকট যখন অন্যান্য খাত যথেষ্ট পরিমাণ থাকবে তখন যাকাতের টাকা মনজয়ের খাতে ব্যয় করা উচিত নয়। কিন্তু যখন যাকাতের টাকা এখাতে খরচ করা প্রয়োজন হয়ে পরবে তখন ফাসেক কে দেওয়া যাবে আর কাফেরকে দেওয়া যাবেনা এমন পার্থক্য করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। কারণ কোরআন পাকে "মুয়াল্লাফাতুল কুলুব" এর খাতে যে অংশ রাখা হয়েছে তা লোকদের ইমানের দাবীর কারণে নয় বরং ইসলামের নিজের কল্যাণের প্রয়োজনে তাদের মনজয় করা আবশ্যক। আর তারা এমন লোক যে অর্থ দিয়েই তাদের মন জয় করা যেতে পারে। এই প্রয়োজন ও অবস্থা যখনই দেখা দিবে তখনই ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান এই খাতে ব্যয় করার অধিকারী হবে।(তাফহীমুল কোরআন সুরা তওবা)

(৫) দাস মুক্তিপণঃ অর্থাৎ যে কৃতদাস তার মালিককে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তি বদ্ধ হয়েছে।

(৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিঃ এমন ঋণগ্রস্থ যে নিজের মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা দ্বারা তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। সে উপার্জনশীল হোক বা বেকার রোজগারহীন হোক। ফকীর রুপে পরিচিত হোক বা ধনীরূপে তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা যাবে।

তবে যথেষ্ট সংখ্যক ফিকাহবীদদের মত যদি কোন ব্যক্তি অসৎ কাজে বা অপব্যয়ের দরুণ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করা যাবে না।

www.pathagar.com

(৭) **আল্লাহর পথেঃ** (ফি সাবিলিল্লাহ) বলতে মুফাসসিরে কেরামগণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে বুঝিয়েছেন। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ) তার বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে জালালাইনে "যারা জিহাদের কাজে নিয়োজিত আছে" বলেছেন। আল্লামা শায়েখ ইসমাইল (রহ) শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী প্রমুখ বুজর্গগণ ফি সবিলিল্লাহ বলতে একই কথা বুঝিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ সম্পদহীন মুজাহিদ বলেছেন।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির পক্ষে যাকাত নেওয়া জায়েজ নয়, তবে ধনী ব্যক্তি যদি দ্বীন কায়েমের সংগ্রামের জন্য সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয় তবে তাকে যাকাত দিতে হবে।

বিহারের ইমারতে শরীয়ার নেতা মাওলানা আব্দুস সামাদ রাহমানী তার কিতাবুল উশর ওয়ায যাকাত গ্রন্থে ইসলামী তৎপরতায় নিয়োজিত লোকদেরকে ফি সাবিলিল্লাহর আওতাভূক্ত করেছেন।

মাওলানা ইসলাহী ও মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের মতামত ফী সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে জিহাদ, চাই তা অস্ত্র দ্বারা হোক অথবা কলম, মুখ বা হাত পায়ের শ্রম ও ছুটাছুটির মাধ্যমে হোক তাফসীরে তাফহীমে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের সফর খরচ হিসাবে, যানবাহন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অস্ত্র-শস্ত্র সাজ সরঞ্জাম ও দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে সে লোক নিজে সচ্ছল অবস্থার হলে এবং ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্যের কোন প্রয়োজন না হলেও এতে কোন দোষ নেই বলে উল্লেখ করেন।

প্রাচীন ইমামদের মতে এ দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী দেশ সমুহের প্রতিরক্ষার জন্য পরিচালিত চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতা বুঝায়। ইমাম মালেক বলেন, আল্লাহর পথ অনেক। যে সব নেক ও ভাল কাজে খোদার সন্তোষ আছে তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

(৮) **মুসাফিরঃ** পথিক যার নিজের আবাসস্থলে অর্থ আছে কিন্তু যেখানে সফরে আছে সেখানে সে বিপদগ্রস্থ নিঃস্ব। তাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে।

কোন কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ বা খোদাদ্রোহীতার কাজে বিদেশ যাত্রা করেনি আয়াতের দৃষ্টিতে কেবল তারাই সাহায্য পাবে। কিন্তু কোরআন হাদীসে এমন কোন শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায়না। মূলত দ্বীনের আসল আদর্শ ও শিক্ষা হতে আমরা এটাই জানতে পারি যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে সাহায্যের যোগ্য হলে সে পাপী বা গুনাহগার তাকে সাহায্য

www.pathagar.com

দেওয়া যাবেনা এমন হতে পারেনা বরং সঠিক কথা এই যে পাপী গুনাহগার নৈতিক অধঃপতিত ব্যক্তিদের সংশোধনের একটি বড় উপায় হলো বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা ভাল ব্যবহার দ্বারা তার নফসকে পাক ও পবিত্র করার চেষ্টা করা। (তাফহীম সুরা তওবা)

উপরোক্ত আটটি শ্রেণীতে যাকাত উশরের অর্থ ব্যয় করতে হবে। ইমাম কুদুরী বলেন মালিকের এখতিয়ার আছে প্রতিটি শ্রেণীতে দেওয়া অথবা যে কোন একটি শ্রেণীতে দান করার। ইমাম শাফেয়ী বলেন কমপক্ষে প্রত্যেক শ্রেণীর তিনজনকে না দিলে যাকাত আদায় হবে না।

উশরের কয়েকটি মাসয়ালা

-প্রত্যেক জমির উৎপন্ন ফসলে উশর কিংবা অর্ধ উশর দেওয়া বার্ধতামূলক যদি জমির মালিক মুসলমান হয় এবং উৎপন্ন ফসল নিসাব পরিমাণ হয়। জমি খারাজযোগ্য হোক অথবা উশর যোগ্য হোক এবং জমি ফসলের মলিকানাভুক্ত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় উশর অথবা অর্ধ উশর বাধ্যতামূলক।

-ফাতোয়ায়ে নাযীরিয়া

-বছরের কতক অংশে কোন জমি নদীর পানি অথবা বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়ে থাকে এবং কতক অংশ যন্ত্র দ্বারা সেচের মাধ্যমে ভিজানো হয় তা হলে বেশীর ভাগটা হিসাবে ধরতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন ফসল কিছুটা সেচ কিছুটা বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা ফলানো হয় তাহলে অনুমান করে দেখতে হবে কোনটার পরিমাণ বেশী। যদি বৃষ্টি বা নদীর পানির পরিমাণ বেশী হয় তাহলে উশর আর যদি সেচের পরিমান বেশী হয় তাহলে অর্ধউশর ওয়াজিব হবে। -বাদায়ে সানায়া

-এখন আমাদের জমিগুলোকে বিতর্কিত ধরে নিলেও আসলে তা যদি উশর যোগ্য হয়ে থাকে, তবে হানাফী মতানুসারে ঐসব জমিতে উশর পাওনা থেকে যাবে চাই তা থেকে খারাজ আদায় করা হোক বা না হোক। তাই সতর্কতা ও খোদাভীতির দাবী হলো আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের খাতিরে ফসলী জমিতে মালিক মুসলমান মাত্রই যেন উশর দিয়ে দেয়।

-রাসায়েল ও মাসায়েল

-উশরের ক্ষেত্রে ভূমির মালিক হওয়ার শর্ত নেই। সুতরাং মালিকের অবস্থা তথা সচ্ছলতার শর্ত আরোপের তো প্রশ্নই আসেনা। এ কারণেই বর্ষপুর্তির শর্ত আরোপ করা হয় না। কেননা এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো বৃদ্ধির সুযোগ। অথচ এটা তো সম্পুর্নই বাড়তি সম্পদ। **-আল হেদায়া**

-কোন দেশ কাফিরদের অদিকারে ছিল এবং তারাই সেখানে বসবাস করছিল। তারপর মুসলমানেরা আক্রমন করে যুদ্ধের মাধ্যমে সে দেশটিকে দখল করে নিল এবং সেখানে দ্বীন ইসলাম প্রচার করলো এবং মুসলিম বাদশাহ কাফেরদের কাছ থেকে সবজমি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিল। এরূপ জমিকে শরীয়তে উশরী বলা হবে। যদি সে দেশের অধিবাসীগণ সকলেই স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে মুসলমান হয়ে থাকে, তবুও সেখানকার সবজমিকে উশরী জমি বলা হবে। -**বেহেশতী জেওর**

-উশর মোট উৎপাদিত ফসলের আদায় করতে হবে। উশর আদায়ের পর অবশিষ্ট ফসল থেকে কৃষির যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। যেমন কারো জমিতে ত্রিশমন ফসল হলো। এক দশমাংশ হিসাবে তিন মন উশর দেওয়ার পর বাকী সাতাশমন থেকে কৃষি খরচ পত্র বহন করতে হবে। জমিতে যে চাষ করবে উশর তার উপরেই ওয়াজেব হবে তা সে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করুক অথবা বর্গা নিয়ে চাষ করুক। -**আসান ফিকাহ**

-যা পাত্র দিয়ে মাপা যায় বা ওজন করা হয়না তাতে মূল্যের হিসাবে নেছাব ঠিক করতে হবে। কিন্তু তা যাকাত দেওয়ার মাল হতে হবে, যদিও তার নেছাব শরীয়তে বলে দেওয়া হয়নি। তাই তা অন্য জিনিস দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। যার অন্যান্য জিনিস দ্বারা নিসাব নির্ধারণ যখন একান্তভাবে অপরিহার্য তখন যা অসাক হিসেবে ওজন করা যায় তার মূল্যকে গণ্য করতে হবে। -**ফিকহুয যাকাত**

- উশর ফরজ হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ মাল বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়। কিন্তু উশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে। নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলের উপর উশর ফরজ হয় কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত হয় না। -**উশরের শরিয়তি বিধান**

- মাওলানা থানবী লিখেছেন, আর যে জমির অবস্থা কিছুই জানা যায়না এবং তা মুসলমানদের অধিকারে আছে তা মুসলমানদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়াছে মনেকরা হবে। -**ইমদাদুল ফতওয়া**

www.pathagar.com

উশর সম্পর্কে ফতোয়ায়ে আলমগিরীর মাসয়ালা

ক্ষেতী এবং ফলফসলে যাকাত দেওয়া ফরজ। ফরজ হওয়ার শর্ত এই যে, এমন জমিন হওয়া চাই, যার উৎপন্ন ফসল দ্বারা প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হওয়া যায়। যদি ফসলের উপর দুর্যোগ এসে পড়ে তবে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। আকেল ও বালেগ হওয়া উশরের জন্য শর্ত নয়। বালক ও পাগলের জমিনের উশর ওয়াজিব। যার উপর উশর ওয়াজিব হয় সে যদি মারা যায় এবং তার ফসল মজুদ থাকে তবে ঐ মাল হতে উশর নেওয়া হবে। যাকাতের হুকুম এমন নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) মতে জমিনে যে কোন উপকারী ফসল বা বস্তু উৎপন্ন হোক তাতে উশর ওয়াজিব হবে (কাজিখান) যে জমিনে পাম্পের সাহায্যে পানি দেওয়া হয় তার অর্ধেক উশর ওয়াজিব হবে। যে জমিনে পামপ দ্বারা পানি সেচ হয় এবং নদী থেকেও পানি আসে তবে যেটা বেশীর ভাগ কাজে লাগে সেটাই ধরতে হবে।

উশরী জমি ইজারা দিলে ইমাম আবু হানিফার নিকট ইজারাদারের উপর উশর ওয়াজিব হবে। (খোলাছা) ফসল কাটার আগে নষ্ট হলে মালিককে উশর দিতে হবে না। কাটার পর নষ্ট হলে মালিকের জিম্মায় থাকবে। সাহেবাইনের নিকট কাটার আগে নষ্ট হোক বা পরে নষ্ট হোক উশর বাতিল হয়ে যাবে। (শরহে তানবী)

কোন মুসলমানের নিকট থেকে জমি ধার নিয়ে চাষ করলে ধার গৃহিতার ওপর উশর ওয়াজিব হবে। কোন কাফেরকে ধার দেওয়া হলে ইমাম আবু হানিফার মতে মালিকের উপর উশর ওয়াজিব হবে। যদি ফসলের জমি ফসলসহ মালিক বিক্রি করে অথবা শুধু ফসল বিক্রি করে তাতে বিক্রেতার উপর উশর ওয়াজিব হবে।

মজুরী, হালের গরু, কুয়া খনন (সেচের জন্য) ও পাহারাদার ইত্যাদির খরচ হিসাবে বাদ দেওয়া যাবেনা। যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে তার উপর উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে। উশর আদায় না করা পর্যন্ত ঐ ফসল খাবে না (জাহেরিয়ার) উশর পৃথক করে নেওয়া হলে বাকীটা তার জন্য হালাল হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যে পরিমাণ ফসল খাবে বা অন্যকে খাওয়াবে তা উশরের জামিন হবে। (মুহিতে সুরখছী)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

- যাকাত আপনারও ফরজ হতে পারে
- প্রশ্নোত্তরে মহিলাদের নামাজ
- মাসায়ালে সিয়াম
- ফিতরা আমরা কত দিব
- ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রাথমিক ধারণা
- মহিলাদের একশত হাদিস
- ইসলামী আন্দোলন ঃ একজন নির্বাচনী কর্মীর কাজ
- ওশর একটি ফরজ ইবাদত
- আল্লাহর পথে ব্যয় ঃ চল্লিশ হাদিস

প্রকাশের অপেক্ষায়.....

- হালাল পথে উপার্জন
- আল্লাহর পথে ব্যয় ঃ চল্লিশ হাদিস
- হে তরুন এসো আল্লাহর পথে
- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ছত্রিশটি যুদ্ধ অভিযান
- এক নজরে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) জীবন চিত্র